লীলায়িতা

লী লা য়ি ত

প্রথম সংস্করণ

শ্রাবণ, ১৩৪১

এক টাকা

লীলায়িতা

শ্রীসুশীলকুমার দে

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশক : সুরেশচন্দ্র দাস, এম্-এ
মডার্ণ পাব্লিশিং সিণ্ডিকেট
৪০ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিন্টার : সুরেশচন্দ্র দাস, এম্-এ
অবিনাশ প্রেস
৪০ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস

বিচিত্রলীলাময়েষু

প্রাচীন কালের কবিগণ রচে বিরহ-মিলন-গাথা,
কত 'মুক্তক' মুক্তার মত সোনার ছন্দে গাঁথা ;
লুপ্ত তাদের স্মৃতিটি, প্রীতিটি তবু আজো বেঁচে আছে,
বাজিছে এখনো সে-সুরের রেশ হৃদয়ের কাছে কাছে।

শূদ্রক, ভাস, ভারবি, হর্ষ, ভবভূতি, কালিদাস,
তাঁরা তো রয়েছে চোখের সমুখে লয়ে যশ অবিনাশ ;
আরো আছে কত ছোট-ছোট কবি চোখের অন্তরালে,
তারাও রচেছে প্রাণের কথাটি গানের ইন্দ্রজালে।

ওগো বিজ্জকা, অমরু, অচল, হে শীলাভট্টারিকা,
তোমাদেরো ভালে ছিল একদিন গীর্ব্বাণ-বাণী-টীকা ;
তোমাদেরো ছিল সেই সুখ-দুখ, সেই কবি-অভিমান,
সেই কল্পনা,—তোমরাও যে গো অমৃতের সন্তান।

ক্ষুদ্র শ্লোকের আয়তনে বাঁধা ক্ষুদ্র সে-সুখদুখ
কোথায় নিভৃতে ফুটেছিল কবে ভরি' কোন্ কবি-বুক,
ভেদিয়া সুদূর বিগত-কালের আঁধারের যবনিকা
দু'চারিটি যেন প্রাণ-প্রদীপের রক্ত-ফোঁটার শিখা!

কার তরে এই আরতির আলো জ্বলেছিল কোন্ রাতে
কার তরে এই প্রীতির পুষ্প ফুটেছিল কোন্ প্রাতে?
বকুলের মত আকুল করিল মুখের মদিরা কার?
অশোকের মত রাঙিল কাহার চরণের সঞ্চার?

কে আসিল কবে প্রাণে-প্রাণে শুধু মাধুরীর রূপ ধরি'
মধুমাসে যেন মাধবী-বীথির মধুময় মঞ্জরী;
হাসিতে ঝরেছে সোনার কিরণ, রোদনে মুকুতা-ধারা,
বেদনার মোহ-গন্ধে মধুর বিধুর হরষে হারা।

কার সে-মুখের মুগ্ধ আবেশ ভরে দিল সারা বুক,
সব সুখ তাই হয়ে গেল দুখ, সব দুখ হল সুখ;
তাই সুখে দুখে ডুব দিয়ে তা'রা কত দিবা-বিভাবরী
তনু মন প্রাণ ছানিয়া এনেছে রসের কুম্ভ ভরি'।

উপল-বিষম জীবনের পথে আলো-ছায়া-মাঝখানে
বহে গেল তাই সব গান শুধু ঝর্ণার কলতানে ;
কত কৌতুক ঝলকি' উঠিল প্রসন্ন প্রাণ-ছায়ে,
দেহ-কুসুমের মদির সুবাসে অধীর প্রীতির বায়ে।

প্রাবৃটের তাই নিবিড় বেদনা শুধু শ্যাম শোভা ধরি'
শরতের লঘু স্নিগ্ধ শীকরে শত গানে পড়ে ঝরি' ;
রৌদ্র-দহন হয়ে যায় তাই আলো-ছায়া-একাকার,
হাস্যের ধারা মর্ম্মরি' ওঠে শতগানে শতবার।

প্রাণে প্রাণে তবু সব গান যেন একটি কি গান গাহে,
সব কথা শুধু একটি কথায় ফুটিয়া উঠিতে চাহে ;
লঘু-লীলায়িত সকল লীলায় শতরূপে সঞ্চরি'
সকল পদ্মে ফেলেছে চরণ একটি কে সুন্দরী !

তাই শত গানে একটি কি গান ধ্বনিয়া উঠিছে মনে,
সে-গানটি শুধু তুমি আর আমি শুনেছি সঙ্গোপনে :
শত কবি যাহা বলেও বলেনি শতরূপে শত গানে,
নিভৃতে নীরবে সে-কথাটি জাগে তোমার আমার প্রাণে

খ'সে খ'সে পড়ে আলোল অলক, কুণ্ডল দোলে সঘনে গালে,
পত্রলেখাটি মুছে-মুছে আসে স্বেদ-বিন্দুর সূক্ষ্ম-জালে,
করুক কুশল কান্তার সেই নয়ন ক্লান্ত লীলার ভরে,—
মঙ্গলতরে কিবা কাজ আর ডাকিয়া বিধাতা, বিষ্ণু, হরে ?

—অমরু

জন্ম যাহার মনের ভুবনে, প্রিয়-অপাঙ্গে বসতি যার,
রতি-মুখ-শতপত্রের অলি, প্রেম-নাটিকার সূত্রধার,
কে ধরে জগতে শক্তি তাহার, যার ভয়ে হর সুচিরতরে
অর্দ্ধেক করি' নিজ পৌরুষ দেহের অর্দ্ধে উমারে ধরে ?
অতনু সে নিজে, ত্রিভুবন-জয়ে বিভব তাহার হাস্যকর—
পুষ্পের ধনু, ভ্রমরের গুণ, কেবল পাঁচটি পুষ্প-শর ;
লক্ষ্য তাহার অলক্ষ্য মন, ধন্বী তবু সে নিপুণতর—
একেরে দু'ভাগ না করিয়া করে দুয়েরে এক সে-ধনুর্দ্ধর !

—দামোদরগুপ্ত, ললিতোক ইত্যাদি

বেতসের বন প্রাসাদ হয়েছে, আঁধার হয়েছে দীপের মত,
ভূমিতল যেন শয্যা কোমল, উপাধান হল পাথর যত,
কর্দ্দম হল চন্দন যেন, রূপ যার নাই রূপ সে ধরে
যাহার প্রসাদে, সেই দেবে আমি বন্দনা করি' ভক্তিভরে।

—অজ্ঞাত

পুষ্পধনুর ধনু সে নিপুণ, লক্ষ্য তাহার সূক্ষ্মতর,
সারা অঙ্গটি অক্ষত রাখি' মর্ম্মে আসিয়া বিঁধিছে শর !

—অজ্ঞাত

পঞ্চশর সে হেরিল যখন ব্যর্থ আপন পাঁচটি শর,
জ্বলিল যখন গৌরীপতির নয়নের শিখা প্রখরতর,
যে বশীকরণ-অস্ত্র ধরিল মন্মথ শেষে রোষের ভরে
বামনয়নার কটাক্ষ সেই এখনো বিশ্ব বিজয় করে।

—মনোবিনোদ

গৃহ নির্জ্জন হেরিয়া নবোঢ়া বসিল শয্যা 'পরি
হেরে প্রাণ ভরি' প্রিয়ের আনন,—সে ঘুমায় ভাণ করি';
গোপনে চুমিতে হেরে রোমাঞ্চ হয় সে-গণ্ডদেশে,—
লজ্জায় মুখ হেঁট হল যেই, চুম্বিল প্রিয় হেসে।

—অমরু

মন্থনকালে সুরাসুর মিলি' লভে অনর্ঘ যে-সব নিধি,
আমি দেখি আজ কান্তার মুখ সেই সব দিয়ে গড়েছে বিধি,—
বদনে ইন্দু, নিঃশ্বাসে তার দেব-কুসুমের সে-পরিমল,
অধরে অমৃত, কটাক্ষে তার আজো আছে ভরি' সে-হলাহল।

—অজ্ঞাত

'কেন বিশীর্ণ মালতীর মত শুকাও ?'   সখীরা কহে,
লজ্জায় বালা বলিতে পারে না, যদিও বিরহ দহে ;
কোনো মতে রুধি' আঁখির বাষ্প, চায় শুধু বার-বার
প্রাঙ্গণে যেথা চূতশাখাগুলি ফুলভারে একাকার !

-বাক্কূট

বাহু দু'টি যেন মৃণাল ; মুখটী যেন নব শতদল ;
শ্রোণী তার যেন তীর্থের শিলা ; লাবণ্য যেন জল ;
নেত্র-যুগল শফরীর মত ; শৈবাল হেন কেশের রাশি ;
পয়োধর দু'টি ক্রৌঞ্চ-মিথুন যেন লীলাভরে রয়েছে ভাসি';
মদনের বাণে দগ্ধ যাহারা, তাহাদের অবগাহন-তরে
বুঝি এ স্নিগ্ধ কান্তি-সরসী সদয় বিধাতা যতনে গড়ে !

—অজ্ঞাত

"হে করভ-উরু !   এ নিশীথে কোথা চলেছ সাহসভরে ?"
"যেখানে আমার প্রাণের অধিক প্রিয়জন বাস করে।"
"একাকিনী তুমি চলেছ, তবুও ভয় নাহি হয় মনে ?"
"উদ্যত-ধনু মদন সহায়,—চলেছে সে মোর সনে !"

—বিকটনিতম্বা

প্রেমের দীক্ষা অতি অভিনব,—নাহি আয়োজন কিছুই তার ;
পূজার প্রতিমা আপনি কান্তা, গুরু নাহি লাগে এ দীক্ষার ;
পূজা হেথা শুধু চোখের চাহনি, চুম্বন, আর আলিঙ্গন ;
নিবেদ্য হেথা অনুরাগভরে শুধু আপনার হৃদয়-মন।

—বল্লণ

বধূ আসি' করে প্রভাতে প্রণাম গুরুজন-পদতলে,
"হও পুত্রিণী" আশিস্-বচন যখন তাহারা বলে,
কাছে দাঁড়াইয়া প্রিয়তম—বধূ অপাঙ্গে ফিরে চায়,
দৃষ্টিতে তার কত যে আদর, আনন্দ উথলায় !

—জগন্নাথ

বনান্তে ভ্রমে ভ্রমর, চুমে না চম্পক-কলিটিরে ;
নহে রসহীনা,—সেও তো রসিক, তবুও চাহে না ফিরে !

—লক্ষ্মী

ফিরে প্রিয়, সাথে ফিরে কত আশা,—কোনো মতে কাটে দিন ;
সন্ধ্যায় পোড়া বন্ধুরা আসে,—গল্প অন্তহীন !
"দংশন মোরে করিল কি যেন" বলি' ছলে তাড়াতাড়ি
নিভায় প্রদীপ কাতরা তন্বী চীন-অংশুক নাড়ি'।

—অদ্ভুতফুল্ল

দেখিতে পারে না শাশুড়ী আমারে, দেখিতে পারে না ননদ যত ;
অপরাধ শুধু—তাদের ছেলেটি মোর কটাক্ষে হয়েছে হত !

—অজ্ঞাত

হে বলাকা-মালা, আকাশ-লক্ষ্মী-হৃদয়ে মুকুতা-হার !
বলিও তাহারে—জীবনে যত্ন রাখে যেন অনিবার ;
আমি নারী, ছাড়ি' দুর্ব্বহ দেহ শুষ্ক মালার মত,—
সে শুধু পুরুষ, সহিবে কেমনে বিরহ-দুঃখ যত ?

—সিদ্ধোক

অতি-দুরারোহ রয়েছে সমুখে পর্ব্বত দু'টি উচ্চরূপ,
ভীম দেহ-বনে ঘন ভুজলতা, রয়েছে আড়ালে নাভির কূপ ;
সে-অঙ্গে ভ্রমে অনঙ্গ ব্যাধ, কটাক্ষ হয় শরটি তা'র,
কান্তার সেই দেহ-কান্তারে, হে মন-হরিণ, ঘুরোনা আর !

—ভর্ত্তৃহরি

"গেলে কি ফেরে না, তবে মোর তরে কেন ভাব', সুন্দরি ?
ক্ষীণ তনু তব !" কহিনু যখন নয়নে বাষ্প ভরি',—
মন্থর-তারা আঁখি তা'র নিল আঁখির নিঝর টানি',
ভাবী-মরণের উৎসাহে হ'ল উজ্জ্বল হাসিখানি !

—অমরু

লী লা য়ি তা

এমনি ত আজ করে জর্জ্জর আঁখি-শর তব, তা'তে আবার
কি কাজ, তরুণি, লেপিয়া যতনে কজ্জল-ছলে গরলভার ?

যখন শশীর অবিকল কলা ধর সুকোমল দেহে,
চন্দ্রকান্ত-মণি আমি, ওগো, আর্দ্র তোমার স্নেহে ;
সূর্য্যের মত তুমি হও এবে খর কান্তির খনি,
উৎসারি আমি কোপের অনল, সূর্য্যকান্ত-মণি !

—অচলসিংহ

কত লীলাভরে চঞ্চল আজ হয় মানিনীর নয়ন দু'টি ;—
দূরে আসে প্রিয়, নয়ন তখন কত উৎসুক উঠিল ফুটি' ;
কাছে সে আসিলে, চল-অপাঙ্গে বিচলিত আঁখি ক্ষণেকতরে ;
আশ্লেষে হ'ল অরুণ সে-আঁখি ; যখন দয়িত বসন ধরে,
কোপ-অঞ্চিত হ'ল ভুরু দু'টি ; নিরুপায় প্রিয় যখন শেষে
চরণে ধরিয়া করিল প্রণতি, ভরিল সে-আঁখি অশ্রু এসে !

—রতিপাল

ঘোম্‌টা খুলিয়া একবার, প্রিয়ে, দেখাও সবারে মুখ তোমার,
স্ত্রৈণ বলি' যে আছে অপবাদ, আজ হোক্ তাহা যশ আমার !

—অজ্ঞাত

ধন্য তোমরা, সখি, তোমাদের এত কথা থাকে মনে,
পটু চাটু শত, নর্ম্ম-বিলাস হয়েছে যা' প্রিয়-সনে ;
কটি-বসনের বন্ধন যবে টুটাল সে প্রিয়-কর,
শপথ আমার, সখি, যদি কিছু মনে থাকে তারপর !

—বিজ্জকা

যখন শিল্পী যৌবন তা'র তনুটি নিটোল করিয়া গড়ে,
রতিপতি আসি' যখন তাহার সে-নূতন গৃহে প্রবেশ করে,
চারিদিকে যেন পড়ে যায় সাড়া, উৎসব জাগে অঙ্গ ভরি',
মঙ্গল-ঘট হয় পয়োধর, লাবণ্য-শাখা শিয়রে ধরি'।

—অজ্ঞাত

ওই যে দলিত হলুদের মত গৌর শরীরখানি,
তার সাথে কিবা পাণ্ডুর শোভা বিরহ দিয়াছে আনি';
সোনার সঙ্গে রজত মিশায়ে এ কি আজ অভিনব,
হরিণ-নয়নে, শিল্পী বিরহ রচেছে অঙ্গ নব !

—রাজশেখর

উজ্জ্বল হার বুকে শোভে তব, ওঠে ঘন রণরণি'
মুখর মেখলা কটির প্রান্তে, চরণে নূপুরধ্বনি ;
পটহ-নিনাদে ভরি' দশ দিক চলিয়াছ অভিসারে,—
তবু কেন লাজে তনু থরথর, ভয়ে চাহ চারিধারে ?

—অর্গট

যৌবরাজ্যে নূতন নৃপতি বসিল মদন ক্ষণেকতরে,
অরাজক ভাবি' সকল অঙ্গ লুণ্ঠন করে পরস্পরে ;
নিতম্ব লুঠে কটির গুরুতা, বক্ষ-তনিমা উদর হরে,
চরণের যত চঞ্চল গতি লোচন আসিয়া হরণ করে।

—অমরু

একাসনে পাছে হয় বা বসিতে—উঠে এসে কথা কয় ;
পান আনি ব'লে আশ্লেষ হ'তে নিজেরে সরায়ে লয় ;
আলাপে সুযোগ দেয় না ত, রাখি' আশে-পাশে পরিজনে ;
সেবার আড়ালে কৃতার্থ করে যত রাগ আছে মনে !

—পুলিন্দ

কৌমার মোর হরেছিল যেই সেই বর, সেই চৈত্র-রাতি,
তেমনি ফুল্ল মালতী-গন্ধ, কদম্ব-বায়ু বহিছে মাতি' ;
আমিও ত সেই !—তবু সে-দিনের সে-সুরতলীলা কিসের তরে
রেবা-তটে সেই বেতসীর মূলে আজিও চিত্ত আকুল করে !

—শীলাভট্টারিকা

এ-ফুলে ও-ফুলে মধুপান লাগি' এত তৃষ্ণা যে ভ্রমর সহে,
সে ত রসহীন কুসুমের দোষ, ভ্রমরের দোষ কখনো নহে।

—অনুরাগ

পতির প্রথম অপরাধ-কালে, জানে না ত অভিমান,
বাঁকা কথা আর তনু-বিভ্রম,—সখীর শিক্ষা-দান !
বালিকা কেবল কাঁদিছে,—মথিত আঁখির পদ্ম-ফুল,
লুটে অশ্রুর লোল ধারা বেয়ে স্বচ্ছ কপোল-মূল !

—লীলাচন্দ্র

কৌস্তুভ-শোভী বক্ষে বিষ্ণু লক্ষ্মীরে কত আদরে ধরে ;
গৌরীপতিও দেহের অর্দ্ধে গৌরীরে আজো বহন করে ;
মনে হয় তাই—জন্ম-অবধি মাগিয়া সর্ব্ব-অঙ্গ-লীন
বাঞ্ছিত কোনো প্রিয়ারে, ব্রহ্মা তপস্যা করে চিরটি দিন !

—রাজশেখর

শিথিল হয়েছে কেন আজ পীন বক্ষের ঘন গরিমা-ভার ?
হায় নারী, বুঝি কিছুই থাকেনা দৃঢ় হ'য়ে কভু হৃদয়ে তা'র !

—শবরশক্তিক

রচি ভ্রূভঙ্গ, তবুও যে আঁখি উদ্বেগে চেয়ে থাকে ;
কথাটি কহি না, তবু পোড়া মুখ হাসিটি ধরিয়া রাখে ;
তনু যে শিহরে, কঠোর করিয়া যতই বাঁধিনা প্রাণ ;
সে জন সমুখে আসিলে কেমনে রাখিব মানের মান ?

—ভদন্ত আরোগ্য

শয্যায় প্রিয় আসিলে, আপনি কটির গ্রন্থি টুটে,
শ্লথ মেখলায় লাগিয়া বসন নিতম্বে আসি' লুটে,—
এইটুকু শুধু মনে আছে, পরে নিবিড় পরশে তা'র
কে আমি, কে প্রিয়, কেমন বিলাস, মনে নাই কিছু আর !

—বিকটনিতম্বা

গ্রীষ্ম-পথিক অতি-তৃষার্ত্ত, ঢালিছে তরুণী ঘটের বারি
করপুটে তা'র, ঊর্দ্ধ-নয়নে মুখপানে চাহে পথিক তা'রি ;
সে-করপুটের আঙুলের ফাঁকে যত বহে যায় জলের ধারা,
তন্বীও তত ক্ষীণ করে ধারা,—পান বুঝি আর হয় না সারা !

—ভাণ্ডক

রাত কেটে যায়, তোমরা ঘুমাও, ওগো সখি, আমি কেমন ক'রে
ঘুমাব, আজ যে শেফালী-গন্ধ নয়নের নিদ্ নিয়েছে হ'রে !

—শ্রীশক্তি

মুখ হ'তে মুখ নামাইয়া, আঁখি চরণে বদ্ধ রাখি ;
তাহার আলাপ শুনিতে লোলুপ কাণ দু'টি ছলে ঢাকি ;
কপোলে পুলক-স্বেদ-উদ্‌গম যতনে আবরি করে,—
কি যে করি, সখি, কাঁচুলী-গ্রন্থি শতধা টুটিয়া পড়ে !

—অমরু

নিজেরো মুখটি দেখে না মুকুরে—চন্দ্র যে দেয় ব্যথা ;
কোকিল-কূজন হ'তে ভয় তা'র—তাই মুখে নাই কথা ;
দুঃসহ জ্বালা দেয় ব'লে তা'র মদনের 'পরে রাগ,—
মদনের মত তুমি, তবু বাড়ে তোমা'পরে অনুরাগ !

—শৃঙ্গার

প্রিয়ের সদনে মুগ্ধা বালিকা আজ অভিসারে যা'বে সে যবে,
জলদ-আঁধারে পিচ্ছিল পথে নীরব-চরণে চলিতে হ'বে,—
নূপুর তুলিয়া জানুর উপর চুপি-চুপি তাই আপন ঘরে
চোখ দু'টি ঢাকি' অতি সাবধানে পথচলা আজ শিক্ষা করে !

—অজ্ঞাত

কৃশতনু হ'য়ে ইন্দু তোমার মুখ-ইন্দুর জয়ের তরে
শম্ভুর জটা-তটিনীর তটে তপস্যা বুঝি এখনো করে !

—অজ্ঞাত

স্বপ্নে দেখিনু উদ্যান-গৃহে যেন অশোকের 'পরে
লাক্ষা-অরুণ স-নূপুর পদ ফেলিনু দোহদ-তরে,—
কি বলিব, সখি, নিকুঞ্জ হ'তে কখন্ আসিয়া ধীরে
ধূর্ত্ত সহসা সে-পায়ের মান রাখিল আপন শিরে !

—মধুকূট

বিশীর্ণ বপু, সকল বিষয়ে নিস্পৃহ অন্তর,
নাসায় বদ্ধ নয়ন, মৌনে একান্ত তৎপর ;
দেখে মনে হয় একাভিনিবেশ করিয়াছ বুঝি সব,—
কোন্ জন সেই একজন, সখি,—ব্রহ্ম, না বল্লভ ?

—লক্ষ্মীধর

পাছে পায়ে ধরে, পা'-দু'খানি তাই বসনে ঢাকিয়া রাখে ;
চেয়েও চাহে না ; হাসি আসে, তবু হাসিটি যতনে ঢাকে ;
কথা কয় শুধু সখীগণ সাথে কত ছলে আজ বধূ ;
মান তা'র ভাল, অনুকূল প্রেমে নাহি বুঝি এত মধু !

—ভীম

হে প্রাণ-বন্ধু, ফিরিতে তোমার কতদিন আরো রয়েছে বাকি ?
চাঁদেরো কিরণ দহন করিছে—এই পোড়া দেশে কেমনে থাকি ?

— বিজ্জকা

দহন করিছে চাঁদের কিরণ—এ কথা, প্রেয়সি, ঠিক ত নহে ;
হৃদয় আমার বিরহ-তপ্ত, সেথা আছ, তাই সে-তাপ দহে !

—অজ্ঞাত

ধন্য সে নারী, স্বপ্নেও তবু প্রিয় আসে যা'র বুকটি ভ'রে ;
দয়িত-বিহনে আসে না নিদ্রা, স্বপ্ন আসিবে কেমন ক'রে ?

—রাজশেখর

বালা সে,—আমরা ভীরু ; অবলা সে,—আমাদের বল নাই ;
সে বহে যুগ্ম-পীনপয়োধর,—আমরা খিন্ন তাই ;
গুরু-জঘনের ভার সে তাহারি,—আমরা চলিতে নারি ;
একের দোষে যে অন্যে অপটু,—ভেবে যাই বলিহারি !

—অমরু

ব্যাধির কৃশতা, ক্ষতের রুধির, দংশন-জ্বালা,—কিসের তরে ?
কিছুই ত নাই, বেচারী পথিক কেন তবে আজ সহসা মরে ?
মধু-লম্পট মধুকর যবে তোলে কোলাহল, তখন ভুলি'
বুঝি সে-সাহসী চাহিল আমের মুকুলের পানে নয়ন তুলি' !

—রামিল ও সোমিল

ঘুমাইলে তা'র হয় প্রিয়-মুখ দর্শনে বুঝি হানি ;
জাগিয়া থাকিলে (কি লজ্জা !) প্রিয় ধরে তা'র দুই পাণি ;
নবোঢ়া তন্বী,—এ ভাবনা আজ সংশয়ে ফেলে তা'রে ;
পারে না ঘুমাতে, জাগিয়া রহিতে তবু সে ত নাহি পারে।

—ভানুদত্ত

পায়ে ধরে পতি, শিশু পুত্রটি খেলা ভাবি' পিঠে চড়িল তা'র,—
এত রাগ, তবু গৃহিণী তখন পারিল না হাসি চাপিতে আর।

—দুর্গাস্বামী

"তন্বী বালিকা অতি-মৃদু তনু"—কে কবে এ ভয় করে ?
দেখেছ কখনো ভ্রমরের ভরে মঞ্জরী ভেঙে পড়ে ?
হে সখা, ইহারে অতি-নির্দ্দয় আশ্লেষে কর বশ,—
অল্প-পীড়নে ইক্ষু-যষ্টি দেয় না ত সব রস !

—বিকটনিতম্বা

মুখ-ইন্দুর সুন্দর রুচি হরেনি বাষ্পধারা ;
নিঃশ্বাসে তাঁ'র বিম্ব-অধর নহে আজো দ্যুতিহারা ;
তোমার বিরহে কপোলের ছায়া বুঝি আরো মনোলোভা
পক্ক লবলী-ফলের মতন ধরে পাণ্ডুর শোভা।

—ধর্ম্ম

মান ক'রে আছে,— প্রিয় এলে তবু সহসা সে-মান পড়ে না টুটি'
প্রথম দরশে ফুটে ওঠে মান যেমন ফুল্ল নয়ন দু'টি ;
পাশে যবে বসে, মান তা'র হয় মুখের মতন ঈষৎ নত ;
পরশের রসে বাহিরিয়া আসে সে যে রোমাঞ্চ-সুখের মত ;
আলাপের কালে, আপনি সে-মান নীবি-বন্ধের মতন খসে ;
চরণে ধরিলে, লজ্জার মত মান আর তা'র রহে না বশে !

—অমরু

লাবণ্য-তরু-মঞ্জরী এ কি ফুটে ওঠে নব রসের ভরে ?
বেলা-উচ্ছল কান্তি-জলধি লহরীটি নব রঙ্গে ধরে ?
অথবা মদন শিক্ষক হ'য়ে, উৎপথ যা'রা তা'দের তরে
বুঝি অভিনব বেতস-শাখার শিক্ষা-যষ্টি ধরেছে করে ?

—বঙ্কু

লী লা য়ি তা

কর্ণাটী-নারী-অধর, চাহনি গৌরী মারাট্টির,
বক্ষ-গরিমা অন্ধ্র দেশের প্রগল্‌ভা রমণীর,
লাটীর কোমল বাহু, মলয়ীর তর্জ্জনী-তর্জ্জন,—
সব ছাড়ি' কবি রাজশেখরের কাশী যেতে আজ মন !

—রাজশেখর

"এক প্রহরের পরে ফিরিবে কি ? দুপুরের মাঝে ? তাহারো পরে ?
সকল দিবস গেলে বুঝি তুমি ফিরিয়া আবার আসিবে ঘরে ?"—
প্রিয়তম তা'র যাবে দূর দেশে শত-দিবসের পথের পারে,
মুগ্ধা বালিকা জানে না ত কিছু শুধু আঁখিজলে শুধায় তা'রে !

—ঝলজ্‌ঝল বাসুদেব

এত করি তবু হতে যে পারে না কখনো মুখের সমান তা'র,
আপনারে তাই নিত্য ইন্দু গড়িয়া গড়িয়া ভাঙ্গে আবার !

—অজ্ঞাত

বাল্যে বালক, যৌবনে যুবা, বৃদ্ধ বয়সে নিতি
বৃদ্ধ লইয়া ঘর করি মোরা,—এই আমাদের রীতি ;
পুত্রী রে, তোর এক পতি লয়ে জন্ম কাটাতে সাধ—
আমাদের কুলে হয়নি কখনো হেন সতী-অপবাদ !

—বিজ্জকা

হস্তী-শিশুর কুম্ভ, বুঝি বা কাঞ্চন-ঘট দু'টি,—
কেহ বলে—আছে হৃদয়-সায়রে যুগল-সরোজ ফুটি'!
আমি বলি—না, না, মদন রেখেছে ত্রিভুবন জয় করি'
আপনার দু'টি জয়-দুন্দুভি উপুড় করিয়া ধরি'।

—অজ্ঞাত

করতলে নাই লীলা-উৎপল, মুখখানি শুধু রয়েছে সেথা;
বাষ্প আসিয়া ভরে দুই চোখ, অঙ্কিত ছিল কাজল যেথা;
কপোলে ত নাই পত্র-রচনা, পাণ্ডিমা সেথা রয়েছে লুটি';
নিঃশ্বাসে আজ মলিন অধর, হাসিটি ত সেথা ওঠে না ফুটি';
বিয়োগের আজ এ যোগ-সাধন কর তুমি, সখি, যাহার তরে,
না জানি সে-জন কত গৌরব লভেছে মদন-রাজার করে!

— ভ্রমরদেব

শপথ করিনু—আজ হতে তা'র কপট বচনে আবার ভুলি'
মানের অথবা অন্য কিছুর নামটিও যদি কখনো তুলি,—
তা' হলে একেলা হয় যেন মোর চন্দ্র-ধবল রজনী সারা,
আঁধার-মলিন প্রাবৃটের দিন কাটে যেন মোর সঙ্গীহারা!

—অমরু

অনঙ্গ সে ত, মারিবে কেমনে ?—পাঁচটি ত ফুল-শর,
দেহে-ঢাকা মন সে ত অমূর্ত্ত লক্ষ্য সূক্ষ্মতর !
স্পষ্ট সকল অনুপপত্তি—এই তর্কের কথা—
এ অনুমিতির বিরোধ যে আনে সাক্ষাৎ মোর ব্যথা !

—বন্দ্যতথাগত

ত্রিকোণ পৃথিবী, অর্দ্ধেক তা'র রহে জুড়ে নগ-নদী,
অর্দ্ধেক তার নারী আর শিশু, যোগী আর রোগী যদি,
থাকে কয়জন, তা' হ'তে মান্য ছাড়ি' গুরুজন সব ?—
মিছে অপবাদ 'অসতী অসতী' মুখর এ মুখ-রব !

—বিকটনিতম্বা

প্রেমিক যে নয় জানিবে কেমনে হারাণো প্রেমের যে-ব্যথা প্রাণে ;
চোখ পেয়ে চোখ হারাবার ব্যথা—জন্ম-অন্ধ কি তা'র জানে ?

—রবিগুপ্ত

করতল তব পত্র-রচনা মুছিছে তোমার গণ্ডদেশে ;
লুঠিছে তোমার অধরের সুধা নিঃশ্বাস তব কি নিঃশেষে ;
ক্ষণেক তোমার কণ্ঠে ধরিয়া অশ্রু লুটায় স্তনের তটে ;—
মান আজ হয় তব প্রিয়জন,—আমরা তোমার কে আজ বটে !

—অমরু

সে যে অকরুণ, জানায়ো না তাঁরে আমার ব্যাধির ব্যথা ;
সময়ে আসেনি বলিয়া তাহারে কহিও না রূঢ় কথা ;
এ কুশল শুধু সুধায়ো তাহারে—গোচরে আসেনি তা'র
এখনো কি এই মলয়-অনিল, মুকুলিত সহকার !

—বাক্কূট

ইন্দু যেথায় নিন্দে না, নাহি দূতী-মুখে সংবাদ,
দেহ যেথা নাহি ক্ষীণ হয়, নাহি নিঃশ্বাস সবিষাদ,
সুপ্তির সুখ যেথায় আপন গৃহিণীরে ভুজে বাঁধি',
প্রেম সে কি ?—হায়, গৃহ-ধর্ম সে ব্রতের মতন সাধি !

—লক্ষীধর

আজ শুধু মোরে কাঁদিতে বারণ ক'রো না একটি দিনের তরে,—
কাঁদিব না কাল যদি বেঁচে থাকি, ওগো সখি, তা'র যাবার পরে !

—অজ্ঞাত

পতি-পত্নীর নিশীথ-আলাপে শুনেছিল যত কথা,
প্রাতে গৃহ-শুক গুরুজন মাঝে করে তা'রি বাচালতা,—
লজ্জায় বধূ নিবারিতে তা'রে ধরে চঞ্চুর আগে
ডালিমের ছলে কাণের দুল্‌টি খচিত পদ্মরাগে !

—অমরু

জিনিল প্রথমে তোরে সেই দেব চন্দ্র যে শিরে ধরে,
উদ্ধত-মতি বুদ্ধ, আর সে প্রবাসী কান্ত পরে ;
অতিকৃশা আমি অনাথা বালিকা, ওরে কাপুরুষ, সর্–
ধিক্ তোরে, ধিক্ পৌরুষ তোর, ধিক্ কার্ম্মুক-শর !

সুধার আকরে জ্যোৎস্না জনমে,—সে কি তৃষিতের তৃষ্ণা হরে ?
মৃণালের সূতা দিয়ে কোনোদিন কেহ কি বসন বয়ন করে ?
পাত্রে কি মাপা যায় কোনোদিন বকুল-ফুলের গন্ধভার ?
স্বপ্নের মাঝে ধরিবে কেমনে সাক্ষাৎ সেই মূরতি তা'র ?

—রাজশেখর

কত নারী তব হৃদয় ভরেছে,—সেথা, হায়, আর স্থান ত নাই ;
তন্বী নিজের অতি-ক্ষীণ তনু আরো ক্ষীণ আজ করেছে তাই !

—হাল

এক শয্যায় মৌন-বিমুখ, অন্তরে ব্যথা যতনে ঢাকে,
দু'জনার মনে রহে অনুনয়, বাহিরে তবুও গুমর রাখে !
আড়্-চোখে চাহি' নিভৃতে সহসা চোখে চোখ এসে যখন পড়ে,
ভগ্ন তখন মানের কলিকা !—হাসিয়া এ'-ওর কণ্ঠ ধরে !

—অমরু

কপালে পড়েছে কুঞ্চিত রেখা, পলিত হয়েছে কেশ,
গলিত হয়েছে দন্ত, —তবুও দুঃখের নাহি লেশ ;
শুধু মৃগাক্ষী যুবতীরা যত হেরি' মোরে পথমাঝে
'বাবা' ব'লে যবে সম্ভাষ করে, বুকে যেন শেল বাজে !

—অজ্ঞাত

সুখের বাষ্পে নয়ন ঢেকেছে—কেমনে সেথায় দৃষ্টি সরে ?
হয়েছে কম্প-বিধুর খিন্ন দু'বাহু—কণ্ঠ কেমনে ধরে ?
সারা প্রাণ-মন আবেগ-আকুল—মুখে তাই আর সরে না কথা ;
আজ মিলনের আগে-ভাগে যেন আসে বিরহের সকল ব্যথা !

—শ্রীডামর

দুর্দ্দিন নিশি, বহে খর বায়ু, শূন্য নগর-বীথি,
দূর দেশে পতি,—জঘন-চপলা রমণীর মনে প্রীতি !

—জঘনচপলা

নিগ্রহ যেথা—শুধু নীরবতা, কোপ—ভ্রূকুটিতে লয়,
চোখের চাহনি—প্রসাদ যেখানে, হাসিটুকু—অনুনয় ;
আমাদের সেই প্রেম হের আজ বিপরীত রূপ ধরে,—
তুমি পায়ে পড়—নিষ্ঠুরা আমি—তবু রাগ নাহি পড়ে !

—অমরু

এই যদি হয় মুখখানি,—তবে মুছে যাক্ শশী সুচির তরে!
এই যদি হয় কান্তি তাহার,—সুবর্ণে তবে কি আর করে?
পরাহত, হায়, কুবলয়,—যদি আঁখি তা'র আজ এ শোভা ধরে!
বচন তাহার এই যদি হয়—মিছে কেন মধু কুসুমে ঝরে?
এই যদি ভুরু,—ফুল-ধনু ধিক্! হাসি এই যদি, সুধায় ধিক্!
বিধির সৃজনে পুনরুক্তি যে নাই—তাহা আজ বুঝেছি ঠিক্!

—রাজশেখর

ভুরুটি হয়েছে কার্ম্মুক যেন, কটাক্ষ তা'র হয়েছে শর;
ব্যাধের মতন নির্দ্দয় বালা, হরিণের মত এ অন্তর!

সখীগণ 'পরে করিয়াছ রাগ? শয্যায় নাহি রও,
তাই কি চাহ না ফিরিয়া, সরস কথাটি আর না কও?—
কেতক-গৌরি! কোপ-ছলে এই হৃদয়-সঙ্গোপন
ঠিক্ হ'ত, যদি মুখ ফিরাইয়া না হাসিত সখীগণ!

—ভানুদত্ত

কেহ বলে—"সে ত বহ্নিতে মেশে"; কেহ বলে—"ডোবে সাগর-জলে";
"অন্য ভুবনে যায়"—কেহ বলে ; কত কথা কত লোকে যে বলে !
আমি দেখি চোখে প্রতি সন্ধ্যায় প্রচণ্ড রবি বিরামতরে
যত বিরহিণী নারীর হৃদয়ে অলক্ষ্যে আসি' শয়ন করে !

—ইন্দুলেখা

মুখে শুধু মধু ঝরে রমণীর, বুক তা'র শুধু গরলে ভরে,—
তাই সে-অধরে পান করে সবে, বুকে বুঝি তাই পীড়ন করে !

—অশ্বঘোষ ও ভর্ত্তৃহরি

সখীজন পাশে কহে প্রিয়জন—"কেন গো কাঞ্চী দিয়া
বসন-প্রান্ত সুনিবিড় করি' বাঁধিয়া ঘুমায় প্রিয়া ?"
"হেথায় আমার শুতেও কি মানা ?" এই ব'লে পাশ ফিরে
নিদ্রার ছলে ভাগ ক'রে দিল আপন শয্যাটিরে !

—অমরু

"মুগ্ধে !" "কি নাথ ?" "কোরো নাক রাগ !" "কি রাগ করেছি আমি ?"
"নাহি চাহ মোরে ?" "তোমার কি দোষ, সব দোষ মোর, স্বামী !"
"রুদ্ধকণ্ঠে কাঁদ কেন তবে ?" "কা'রো কাছে কাঁদি নাই !"
"মোর কাছে" "আমি কে তব ?" "দয়িতা"—"নহি ব'লে কাঁদি তাই !"

—কুমারভট্ট

যৌবন যাবে অচিরে, অবলে, রূপ আর কতদিন ?
শুধু যুবজন-বঞ্চন-পাপ হবে না কখনো ক্ষীণ !
যাবে প্রাবৃটের পূর্ণতা সাথে তটিনীর শোভা ঘুচি',—
তটরুহ-তরু-পাতন-পাতক যাবে না ত কভু মুছি' !

—অজ্ঞাত

মন্মথ বুঝি হয়েছে বালার অনুগত কিঙ্কর,—
ইঙ্গিতে তাই এখানে ওখানে ধায় সে নিরন্তর !

—ভর্ত্তৃহরি

নিঃশ্বাসে আজ শুকায় বদন, সারাটি হৃদয় মথিত করে ;
নিদ্রা কেমনে আসিবে—আঁখি ত সে-মুখ না হেরি' নিত্য ঝরে ;
ক্ষীণ হয় তনু ; পায়ে প'ড়ে লভে প্রিয়তম আজ কি অপমান ;—
তবু, হায় সখী, কি গুণে জানি না মিছে আজ করি এ-হেন মান !

—অমরু

লাবণ্যে ঢাকে তনুর তনিমা, তব ধ্যানে সখী সহে
বিরহের যত দুর্ব্বহ ব্যথা—এ কিছু নূতন নহে !
শুধু এ নূতন—নিঃশ্বাস-ভরে গালে শ্যাম রেখা পড়ে,
কলঙ্কী চাঁদ আজ তাই তা'র মুখের স্পর্দ্ধা করে !

—শৃঙ্গার

এখনো ফিরায়ে আছে মুখখানি, কথাটিও নাহি কহে,
জলে ধুয়ে-মুছে এখনো ও দু'টি আঁখি নির্ম্মল নহে ;
পায়ে প'ড়ে প্রিয় হতাশ হয়েছে, তবু আশ্বাস হয়—
এত রাগে তবু চরণ দু'খানি সরায়ে ত নাহি লয় !

—বোপালিত

হায় রে পাণিনি, বলেছ মনেরে নপুংসক যে কি ভুল করি',—
তাই শুনে তা'রে প্রিয়ার নিকটে পাঠানু—এখন বিপদে মরি !

—অজ্ঞাত

হে প্রতিবেশিনি, ক্ষণেক মোদের হের এই গৃহতল,—
এ শিশুর পিতা দেয় না ত মুখে বিরস কূপের জল,
কি করি ? একাকী যাই যেথা নদী তমালের বনে হারা,
যত কর্কশ বেতস-গ্রন্থি ছিঁড়ুক্ এ দেহ সারা !

—বিজ্জকা

হাতের বলয় গেছে প্রিয়-সাথে, গেছে কত আঁখি-নীর,
ধৈর্য্যও গেছে তা'রি সাথে, হায়, চিত্ত রহেনি স্থির ;
দৃঢ় করি' মন প্রিয় যবে গেল, সব গেল সাথে তা'র,—
হে মোর জীবন, প্রিয়ের সঙ্গ ছাড় তুমি কেন আর ?

—অমরু

ধিক্ সে কু-কবি বুদ্ধির দোষে যে করে এমন ভুল—
যে করে নারীর সুন্দর মুখ চন্দ্রের সমতুল !
চন্দ্রে ত নাহি ভুরুর ভঙ্গ, চাহনি সে সবিলাস,
কোপ-সুমধুর বিভ্রম, আর প্রসাদ-মধুর হাস !

—ধনদদেব

চন্দ্রে আঁকিয়া বিধাতা প্রথম, বার-বার তা'রে মুছিয়া পরে
পরিণত করি' আপন শিল্প বুঝি ওই মুখ-চন্দ্র গড়ে !

—বল্লণ

চন্দ্র-কিরণ—সে যে মন্থনে ওঠে একসাথে বিষের সনে ;
মুক্তা জনমে লবণের নীরে ; চন্দন জাগে সাপের বনে ;
শতপত্রের পত্র, হায় রে, জাগে সে প্রখর রবির করে ;
বাহ্য-আকারে ভুলেছিনু,—এরা মদনের তাপ কেমনে হরে ?

—রাজশেখর

শূন্যে নিহিত দৃষ্টি, তবুও কৌতুকে ভরে আঁখি ;
আলাপে বিরাগ, তবুও অধর স্ফুরে কেন থাকি' থাকি' ?
ধ্যানে নিমীলিত মন যদি, তবে কেন পুলকের রেখা ?
থাক্ অভিনয় ! প্রসীদ তন্বি !—মান আছে তব দেখা !

—অমরু

রুদ্রের জটা-বল্লীর ফুল, রজনীর হাসি-রেখা,
সন্ধ্যা-নারীর নিতম্বে যেন অম্লান নখ-লেখা,
তমিস্রা-ভেদী বিষাণ ব্যোমের, কামের সে কার্ম্মুক,
প্রতিপদ-শশী প্রেমিক জনের মনে আনে কত সুখ!

—ফল্গুহস্তিনী

মুখখানি যেন পূর্ণ ইন্দু,—বিধাতা যখন গড়িল তা'রে
তাহারি ছটায় নিমীলিত নিজ আসন-পদ্মে বসিতে নারে!

—শ্রীহর্ষ

চাও যেন তুমি কিছুই জান না, আধ-আধ কথা কও,
আশ্লেষে তুমি তেমনি কখন্ অঙ্গ সরায়ে লও,
শুধু মাথা নাড়ি' তেমনি অপটু প্রতি-উত্তর দান ;—
আজ যেন নব-বধূটি তোমারে করে তব অভিমান!

—শম্ভুক

দূর হ'তে এসে হেসে-হেসে তুমি মধুর কণ্ঠে স্বাগত কহ ;
উত্তর দাও প্রণতির সাথে, মাথায় সকল আজ্ঞা বহ ;
তবুও স্নিগ্ধ নহে ত নয়ন,—কি কঠিন আজ তোমার প্রাণ,—
ভিতরে ঢাকিয়া সব রাগ, শুধু বাহিরে কর এ-আত্মদান!

—অমরু

প্রিয়ার মুখের মতন করিয়া চন্দ্রে বিধাতা যখন গড়ে,
চন্দ্রের কর তখন বিধির আসন-পদ্ম মুদিত করে,—
আত্মদ্রোহী হ'ল সে-চন্দ্র,—দুঃস্থিত হ'ল পদ্মাসনে
বিধাতা, তাই ত সকল শিল্প ফুটিল না আর সে-অঙ্কনে !

—মুরারি

দিনের বেলায় ভাল ক'রে দেখ,—হেথা আমি শুই, শাশুড়ী হেথা ;
রাত্রি-অন্ধ অতিথি, ভুলিয়া এসো না আমার শয্যা যেথা !

—অজ্ঞ

তোমাদের মুখে, সখি গো, যে-কথা শিখিনু যতনভরে,
মনে ছিল সব, বলি বলি করি' বলিনি ক্ষণেকতরে ;
ধূর্ত্ত সহসা বুকে ধরি' মোরে, আবেশে নয়ন মুদি'
মুখের সে-কথা নিল পান করি', অধরে অধর রুধি' !

—অমরু

মুখের পদ্ম শুকায়, নয়ন-চন্দ্রকান্ত ঝরে,
হৃদয়ে তাহার প্রেম-উচ্ছ্বাস সাগরের রূপ ধরে ;
হে সুভগ, তা'র হয় এই দশা, তুমি নাই যবে পাশে,—
যখন শুভ্র সারা বিভাবরী, চণ্ডাল-চাঁদ হাসে।

—চণ্ডালচন্দ্র

"মুগ্ধে, মুগ্ধ-স্বভাবে তোমার কত কাল মিছে কাটে—
মানে উৎসাহ বাঁধ', প্রেমে শুধু সরলতা নাহি খাটে !''
সখীগণ যবে বোঝায়, তখন মুগ্ধা সভয়ে কহে—
"চুপি-চুপি কহ,—শুনিবে, প্রিয় যে প্রাণের ভিতরে রহে !''

—অমরু

এত ক্লেশ সহি' সুরাসুর যত মিছে সমুদ্র মথিত করে,—
জানে না কি তা'রা এমন অমৃত রয়েছে বামার বিম্বাধরে ?

—অজ্ঞাত

চোখে তোর আজ নামে দুর্দ্দিন ; সাদা মুখ যেন তালের পাতা ;
হাতে মুখ রেখে গালে যে পাঁচটি আঙুলের দাগ রয়েছে গাঁথা ;
দুর্গা জানেন ! নিশ্চয় কোনো যুবা আছে তোর বুকটি জুড়ি',—
ধুলাখেলা যা'র সঙ্গে সে-দিন, তারো সাথে কেন এ লুকোচুরি ?

—রাজশেখর

ভ্রমণের সীমা—রতি-মন্দির ; বচনের—সখীকান ;
প্রিয়-অভীষ্ট-অবধি চিত্ত, মৌন-অবধি মান ;
দৃষ্টির সীমা—চরণ ; হাসির—অধরের অরুণিমা ;
কুল-রমণীর সীমা সব ঠাঁই,—প্রেমের ত নাই সীমা !

—অজ্ঞাত

'যাই' ব'লে যবে গেল সে, তখন ধরিনি সে-কথা কানে ;
ফিরেও চাহিনি, ফিরে-ফিরে যবে চাহিল আমার পানে !
সেই নিরালয় আলয়ে রয়েছি, সেই-সে কঠোর প্রাণ,—
থাক্, সখি,—আছে জীবনের আশা ; কান্না ?—এ শুধু ভাণ !

—অমরু

দৃষ্টিতে আজ উঠিল সে জাগি', একদা দৃষ্টি যাহারে দহে,—
বামনয়নার সমকক্ষ সে বিরূপাক্ষ ত কখনো নহে !

—রাজশেখর

বস্তু সে কোন্ সুখ-দুখ-হীন নির্গুণ,—তা'রে কিসের ছলে
অরসিক যত বুদ্ধিবিহীন পণ্ডিত, হায়, 'মোক্ষ' বলে !
মদ-কল ফোটে কণ্ঠ-কূজনে, স্মের-তারুণ্য আঁখির ঠারে—
মদিরাক্ষীর সে-নীবি-মোক্ষ—আমি বলি শুধু মোক্ষ তা'রে !

—অজ্ঞাত

ফুলি' ফুলি' হের কাঁপিছে অধর, স্ফুরিত গণ্ডে ঝরে
স্বেদ-জল-কণা, ভ্রুকুটি আরো যে কুটিল কোপের ভরে !
প্রিয় যবে রাখে মাথা সে-চরণে, অমনি সকলি ভুলি'
নূপুর-বলয়ে লগ্ন তাহার কুন্তল দেয় খুলি' !

—রুদ্রভট্ট

লোচন রচিল উৎপল-ভ্রমে, আনন পদ্ম-ভ্রমে,
বিম্ব-ফলের ভ্রমে বিধি তা'র রচিল অধর ক্রমে,—
বিশ্বের সেই বিভ্রম-ভূমি সর্ব্ব অঙ্গে তা'র
বিধাতারই যদি ভ্রান্তি এমন,—আমরা কি করি আর ?

—বীর্য্যমিত্র

তাহার দেহের যখন যেখানে দৃষ্টি আসিয়া পড়িল যা'র,
সেইখানে তা'রি বদ্ধ দৃষ্টি,—সারা দেহ কেহ দেখেনি তা'র !

—অন্ধরাজ

অপরাধী প্রিয়,—সখীগণ তা'রে শিখায়ে দিয়েছে যত
মান করিবার ভাণ, সব আজ করে সে শিক্ষামত,—
তবু জানে না ত মুগ্ধা বালিকা কখন্ সে অজ্ঞাতে
জানাল সকল প্রাণের আকূতি স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে !

—ইন্দুরাজ

"ছেয়েছে শয্যা চন্দন-কণা গাঢ়-আশ্লেষে চূর্ণ হ'য়ে,
কর্কশ এ যে,—তুমি সুকুমার" বলি' মোরে বুকে তুলিয়া ল'য়ে,
অধর-পীড়নে আকুলি', পায়ের অঙ্গুলি দিয়ে বসন টানি'
ধূর্ত্তের যাহা নিজের উচিত—কি যে হ'ল তাহা নাহি ত জানি !

—অমরু

বিলাস-লীলায় জন্ম-অন্ধ, সতত লজ্জা-বাস,
নিজ দেহ বুঝি নিজেও দেখেনি, ম্লান মুখে ক্ষীণ ভাষ,
দুষ্ট জনেরো শোকের উৎস,—জন্তু সে, নারী নহে,—
কূলবধূ-প্রেম ?—কে যাবে সেথায়, কারাগার তা'রে কহে !

—ঈশ্বরদত্ত

সব প্রেমে বুঝি বঞ্চনা আছে,—তা' না হ'লে কেন বিরহ আসে ?
তা' না হ'লে কেন বিরহ সহিয়া বেঁচে থাকে লোকে কিসের আশে

—রাম

এক শয্যায় অন্য নারীর নাম যবে প্রিয় লয়,
অভিমানে খেদে মানিনী তখন মুখ ফিরাইয়া রয় ;
চাটুভাষী প্রিয় থেমে যায় যবে নিরাশায় নিরুপায়,—
ঘুমায়েছে কিনা দেখিতে তরুণী আড়্-চোখে ফিরে চায় !

—অমরু

কৌস্তুভ আর লক্ষ্মীর সাথে দুগ্ধ-সাগরে উঠি',
বন্ধুতা বাঁধি' কুমুদের সনে, কিরণে অমৃত লুঠি',
মৃগাক্ষী-মুখ স্পর্দ্ধিয়া, হয়ে শিবের চূড়ার ধন,
হে চন্দ্র, কেন মোর 'পরে কর বহ্নির বরিষণ !

—রাজশেখর

আগে যে মোদের ছিল এক দেহ, ছিল না ত।
তারপর তুমি নহ আর কেহ, আমি হৃত-আশা নারী !
এখন আমি যে শুধুই গৃহিণী, তুমি শুধু মোর স্বামী,—
প্রাণ ছিল মোর কুলিশ-কঠিন, তা'রি ফল লভি আমি !

—ভাবকদেবী

শুষ্ক হৃদয়ে জ্বলে না, দ্বিগুণ সরস হৃদয়ে জ্বলে,—
চিরদিন এ কি অতিবিচিত্র ইন্ধন প্রেমানলে !

—অজ্ঞাত

অবচন—সে ত বচন তাহার দয়িত-সন্নিধানে ;
বিলোকন—যবে লোচন তাহার ফিরে না প্রিয়ের পানে !
বিনা অঞ্চলে যখন সকল অবয়ব-আবরণ—
তখনি তাহার হয় বুঝি তাহা অঙ্গ-সমর্পণ !

—বামনস্বামী

"স্মরিও আমারে, সুন্দরি, কভু পাও যদি অবসর !"
"সম্ভব ইহা, বিধি যদি করে আমারে জাতিস্মর !"
"একই জীবনের অতীত-স্মরণে জাতিস্মর কি বলে ?"
"একটি জীবন কোথায় ? প্রাণ ত তোমারি সঙ্গে চলে !"

—অমরু

নিদ্রা আসিছে, আসে না কখনো বিরক্তি সেই জনে ;
দোষ কভু তা'র ধরে না ত মন, গুণ শুধু তা'র গণে ;
যায় বিভাবরী, যায় না কখনো মিলনের যত আশা ;
ক্ষীণ হয়ে যায় তনু-লতা, তবু ক্ষীণ নহে ভালবাসা !

—বিহ্লণ

বিরহের শ্বাসে কত না তাহার কাঁচুলী নিত্য ছিঁড়িয়া পড়ে,—
একবার তুমি এস ওগো,—আর সেলায়ের সূতা নাই যে ঘরে !

—মোরিকা

ভ্রূকুটির গুণ রচেছি, শিখেছি নয়নের নিমীলন,
হাসিটি রুধিতে শিখেছি যতনে, মৌনে দিয়েছি মন ;
সখীগণ সব কলা-কৌশল শিখায়েছে নিরালাতে,
মানের লাগিয়া বেঁধেছি হৃদয়,—সিদ্ধি বিধির হাতে !

—অমরু

মিলনে সে আনে ঈর্ষার জ্বালা, বিরহে দহন করে ;
স্পর্শনে করে অবশ এ তনু, দর্শনে প্রাণ হরে ;
পেলেও তাহারে নাহি সুখ, আর গেলেও সে নাহি সুখ,—
এ কি বিচিত্র বল্লভ মোর ভরে আছে সারা বুক !

—অমরু

হৃদয় বাঁধিয়া অর্থের লোভে প্রবাসে যখন চলি,—
প্রাণসম প্রিয়া, নিষ্ঠুর হ'য়ে কেমনে তা'রে তা' বলি ?
তবুও বলিয়া, অশ্রুর ধারা হেরি যবে চোখে তা'র,
আমাদের মত লোকের রহে না ধনলাভ-আশা আর !

—মোরিকা

প্রিয়তম যবে সমুখে আসিয়া করিবে আলাপ মধুর হাসি'—
পশিবে আমার সারা দেহটি কি শ্রবণে অথবা নয়নে আসি' ?

—অজ্ঞাত

কপোলে মুছেছে পত্র-রচনা, নয়নে কাজল-রেখা,
মিলাইয়া গেছে অধরের রাগ, চরণে লাক্ষা-লেখা ;
"লিখিল না চিঠি" বলি' মিছে তুমি নিষ্ঠুরা ভাব তায়,—
ধরিতে পারে না লেখনী,—লিখিবে ? এ কেমন তব ন্যায় ?

—অজ্ঞাত

শুধু পরিচয়, চোখে দেখে শুধু পাগল হয়েছে মন,—
আনন্দ ওঠে চরমে যখন দূতী দেয় দরশন !
কে চাহে তাহার প্রীতি-সুনিবিড় মিলনের সুখ যত,—
সে-বাড়ীর শুধু আশে-পাশে ঘোরা, তাহাতেই সুখ কত !

—অমরু

স্বামীরা স্বাধীন, তবে কেন মিছে লুটিছ আসিয়া আমার পা'য় ?
মন বসেছিলে অন্য কোথাও, কিছুদিন তরে ?—কি দোষ তা'য় ?
পতির বিহনে সতী নাহি বাঁচে, এই কথা আজো সকলে কহে—
আমি বেঁচে আছি তোমার বিরহে,—দোষ ত আমার, তোমার, নহে !

—ভাবকদেবী

পা'য়ে সে পড়িল তবু ত চাহিনি ; সুধাল তবু ত দিইনি কান ;
চ'লে গেল, তবু ডাকিনি ফিরায়ে,—তবে কেন আজ করিনু মান ?

—অজ্ঞাত

বুঝিনা—এ-হেন রূপটি স্রষ্টা নয়ন মেলিয়া কেমনে গড়ে ;
নয়নে পড়িলে, মুগ্ধ বিধাতা ছাড়িত কি তা'রে ক্ষণেকতরে ?
নিমীলিত-চোখে এ রূপ-সৃষ্টি সম্ভব নহে ; বুঝেছি তাই—
বুদ্ধের এই কথাটি সত্য—জগতের কোনো স্রষ্টা নাই !

জোড় করি' কর কাতর-নেত্রে চাহে কত মুখপানে,
কপটবিহীন আশ্লেষে বাঁধে, বসন-প্রান্তে টানে,—
সব ঠেলি' তবু সে শঠ-নিঠুর চলে যায় চিরতরে ;
তবুও তরুণী ত্যজে প্রাণ আগে, বল্লভে তা'রো পরে !

—অমরু

প্রিয়ের সঙ্গে গিয়েছ তোমরা, নিশ্চয় সব আছ সুখে,
ওগো মোর সুখ, নিদ্রা আমার, হাসিটি যে ছিলে মোর মুখে !
দেখেছ কি পথে মূর্চ্ছারে সেই ব্যথাহরা মোর সহচরী ?
সুখের সময়ে চাহিনি, তাই সে গেছে চলি' আজ রাগ করি' !

—অরবিন্দ

কাণে সেই কথা, দেহে সে-পরশ, সেইরূপ আজো নয়ন ভরে,
হৃদয়ে এখনো রয়েছে হৃদয়,—দৈব তা' হ'লে কি আজ হরে ?

—ব্রহ্মগতিজ্ঞ

চাঁদ আজ দহে,—কলঙ্কী সে যে, লাজ-ভয় তা'র কি আছে আর ;
চন্দন হয় বিষের মতন,—বিষধর-সনে বাস যে তা'র ;
আপনি পুড়েছে, পোড়ায় যে তাই নিষ্ঠুর সেই পঞ্চবাণ ;
হে মলয়, তুমি জগতের প্রাণ,—তবে কেন হর আজ এ প্রাণ ?

—অজ্ঞাত

প্রসারি' দৃষ্টি প্রিয়ের পদবী নিরখি' ক্ষুণ্ণ-প্রাণে,
পথরেখা যবে আঁধারে মিলায় দিবসের অবসানে,
হত-আশা হ'য়ে চলে গৃহপানে—তবু প্রবাসীর প্রিয়া
'হয়ত ফিরেছে' বলিয়া আবার চাহে মুখ ফিরাইয়া !

—অমরু

সখীর বাক্য, বন্ধুর কথা মাখ নাই কভু গা'য়ে ;
কানের পদ্মে আঘাত করেছ, পড়িলেও প্রিয় পা'য়ে ;
তাই আজ শশী দহে, চন্দন আগুণের কণা যেন,
একটি রাত্রি যেন এক যুগ, হার বুকে ভার হেন !

—অজ্ঞাত

শস্ত্র-আহত যা'রা তা'রা যায় স্বর্গে, তা'দের অগতি নাই ;
সূচীর শস্ত্রে আহত কাঁচুলী বুঝি আজ ওঠে স্বর্গে তাই।

—অজ্ঞাত

"কেন ক্ষীণ তনু ?" "ক্ষীণ কোথা—আমি চিরকাল দেহ এমনি ধরি !"
"কালিমা তবে ও মুখে কেন ?" "বুঝি রান্নার কালী গিয়েছে ভরি' !"
শুধানু যখন—"মনে নাই মোরে ?" "নাই, নাই" শুধু বলিয়া মুখে
তখন বালিকা সজল-নয়নে কাঁপিয়া কাঁপিয়া পড়িল বুকে !

—মারুলা

মান ক'রে এসে আবার কেমনে তা'র কাছে বল যাই ?
জোর ক'রে মোরে লয়ে যাবে হেন চতুরা সখী ত নাই ;
লাঘবের ভয়ে আসে না আপনি অভিমানী সেই জন ;
কাল বহে যায়, জীবন ক্ষণিক,—চিন্তায় দহে মন !

—অমরু

যে তা'রে দেখেনি, যে তা'রে দেখেছে,—দু'জনেই বুঝি হয় সমান ;
একের প্রাণ ত রয়ে গেছে খালি, অন্যের চুরি গিয়েছে প্রাণ !

—অজ্ঞাত

স্মরিতে ত হয় শুধু তা'রে, মুছে ক্ষণেকেরো তরে স্মৃতিটি যা'রি ;
স্মরণ করায়ে দিতে হয় যেথা, সে কেমন প্রেম বুঝিতে নারি !

—বাক্‌পতিরাজ

এ ভব-সাগরে মদন-ধীবর, রূপের বড়শি ধরিয়া করে,
মনো-মীনে গাঁথি' অধর-আমিষে, রাগের অনলে দহন করে !

—ভর্তৃহরি

কহি যাহা সার-সত্য শিখেছি—রমণীর মত এ সংসারে
কে আনিতে পারে এত সুখ, আর এমন দুঃখ কে দিতে পারে ?

—ভর্তৃহরি

কারণের লেশ না গণিয়া হয় হৃদয়ে আপনি যা'র উদয়,
স্তুতি-নুতি যা'রে পারে না, বাড়াতে অপরাধে যা'র হয় না ক্ষয়,
ত্রিলোকের যাহা সন্তাপহর, পীযূষের সাথে তুলনা যা'র,
সেই গুরু প্রেম হ'বে আজ, হায়, বাচাল কথায় লঘু অসার ?

—অজ্ঞাত

এই লেখকের—

দীপালি

প্রাক্তনী

অত্তনী (যন্ত্রস্থ)

অপরাজিতা (যন্ত্রস্থ)